

বৃক্ষরোপণ বা বনসৃজন (Afforestation)

NSS (GENERAL)

SEM-IV , DSC-4

প্রকৃতি সব সময়ই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে তার পরিবেশকে রক্ষা করে থাকে । এ ক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করে বৃক্ষরাজি অর্থাৎ তার বিস্তৃত বনাঞ্চল । কিন্তু সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এবং নিজেকে সভ্য করে তুলতে মানুষ অবাধে আঘাত হেনেছে প্রকৃতির রক্ষাকবচ এই বৃক্ষের ওপরে । ফলে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে বাধ্য হয়েছি এবং হচ্ছি । একের পর এক আমাদের প্রকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হচ্ছে । পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যেখানে কোন দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সেখানে বেশিরভাগ দেশই তা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ।

বৃক্ষের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের অস্তিত্বের সম্পর্ক । আমাদের জীবন ও জীবিকার জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । বৃক্ষ সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের যোগান দেয় । বিশাল এই প্রাণী জগতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অক্সিজেন দেয় । সেইসাথে প্রাণী জগতে বিপন্নকারী কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে । বন্যা, ক্ষরা, ঝড়, নিয়ন্ত্রণ করে বৃক্ষ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে । রাষ্ট্র সংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের উন্নত ও সুসভ্য দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে বেশি মাত্রায় বনভূমি ধ্বংস করেছে । কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পড়ছে উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর । উন্নত দেশগুলোর অধিক হারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে । মেরু অঞ্চলে বরফ গলে যাচ্ছে । ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমন্ডলের ওজন স্তরে ফাটল ধরেছে । যারফলে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মতো মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে । এই অবস্থার প্রতিকার এখনই করা না হলে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং জীবনযাত্রা চরম ঝুঁকিপূর্ণ হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন ।

বৃক্ষরোপণ কেন প্রয়োজন :-

সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিনিয়তই আমরা বনাঞ্চল ধ্বংস করছি । আর এসবই করছি বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে । নিজেদেরকে উন্নত দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় উন্নয়নশীল দেশগুলি অবিরাম ছুটে চলেছে । অন্যদিকে উন্নত দেশগুলো চেষ্টা করছে নিজেদেরকে আরো উন্নত করতে । আর এসব করতে গিয়ে সমস্ত চাপ এসে পড়ছে প্রকৃতির উপর । বিশেষ করে বনভূমির উপর । ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সমস্যা । আর এই সকল সমস্যা প্রতিরোধের জন্য আমাদেরকে

বনায়নের জন্য কাজ করতে হবে। যে সমস্ত সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের বৃক্ষরোপন করতে হবে তা হোল -

১) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ** : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হিসাবে বিশ্ব উষ্ণতাকে দায়ী করা হয়। এবং এর পেছনে কারণ হিসাবে অধিক জনসংখ্যা ও তাদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নির্বিচারে বৃক্ষনিধনের কথা বলা হয়। বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণেই আমরা স্বল্প বিরতিতে বিভিন্ন বড়, ক্ষরা, নদী ভাঙন ও বন্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রক্ষা করে সবুজ গাছপালা। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য আমাদেরকে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।

২) **বায়ুদূষণ রোধ** : বৃক্ষ পরিবেশ থেকে ক্ষতিকারক কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহন করে অক্সিজেন সরবরাহ করে। কিন্তু অধিক হারে বৃক্ষনিধনের ফলে দিন দিন বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃক্ষহীনতার ফলে বায়ু দূষণের জন্য দায়ী অন্যান্য যেসকল উৎসগুলো আছে সেগুলোকেও পরিবেশ নিজ ক্ষমতায় পরিশোধন করতে পারছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বায়ুদূষণ এবং এই কারণে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগে। তাই এই বায়ুদূষণ এবং তার থেকে সৃষ্ট রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকতে আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বনায়ন করতে হবে।

৩) **গ্রিন হাউস এফেক্ট প্রতিরোধ** : বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে নিকট ভবিষ্যতে আর্কটিক মহাসাগরের বিশাল বরফ স্তর গলে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাবে। আর তা যদি ১ মিটার বাড়ে তাহলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ, বিশেষ করে মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, সুন্দরবন, কোলকাতা প্রভৃতি অঞ্চল ১০ ফুট জলের নিচে তলিয়ে যাবে। আর তাই এর থেকে নিস্তার পেতে হলে আমাদেরকে অধিকহারে বনায়ন করতে হবে।

৪) **ভূমি ক্ষয়রোধ** : বনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষরা ও মরুভূমি দেখা দেয়। তাই ভূমি ক্ষয়রোধের জন্য বৃক্ষ রোপণ করা খুবই প্রয়োজন।

বৃক্ষরোপণ অভিযান :-

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘দাও ফিরিয়ে সেই অরণ্য, লও এ নগর’। অর্থাৎ তার সময়েই তিনি বনভূমির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, তবে বর্তমানে আমাদের সরকারগুলোও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। আর তা সবাইকে অনুধাবন করাতে সরকার বৃক্ষরোপনকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহকে বেছে নেওয়া হয়েছে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ হিসাবে। মৌসুমী বৃষ্টিপাত হওয়ায় এই সময়কে বৃক্ষরোপণের জন্য উপযুক্ত সময় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন নার্সারি থেকে লক্ষ লক্ষ চারা গাছ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও সংস্থাও এই অভিযানে এগিয়ে এসেছে। সরকার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিক্ষয় রোধে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টিনী গড়ে তুলতে

উপকূলবাসীকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে ।
বনভূমি উন্নয়নে করণীয় :

দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য বনভূমি ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম । কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম । অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে আমাদের বনভূমি সংকুচিত হয়ে এসেছে । কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে এই বনভূমি ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন । আর এজন্য যা করণীয় তা হল -

* নতুন নতুন বনভূমি গড়ে তুলতে হবে । নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, উপত্যকা, পাহাড়ি উচ্চ এলাকা ও সমুদ্র উপকূলে পর্যাপ্ত বনায়ন করতে হবে ।

* নির্বিচারে বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে । মূল্যবান বৃক্ষসমূহ সরকারী অনুমতি ছাড়া নিধন করা নিষিদ্ধ করতে হবে ।

* সরকারী তত্ত্বাবধানে বনাঞ্চল সগরক্ষণ ও বৃক্ষরোপন করতে হবে । বনজ সম্পদ রক্ষায় ও এর উন্নয়নের জন্য বনবিভাগের কর্ম কর্তাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দিতে হবে । বনবিভাগীয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্নীতি দমন করতে হবে ।

* বন্যপ্রাণী সংরক্ষনে অভয়ারণ্য গঠন ও সংরক্ষণ করতে হবে । জনগণকে সচেতন হতে হবে । বিনামূল্যে জনগণের মাঝে চারাগাছ বিতরণ করতে হবে ।

* বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহের জন্য যেন আর কোনো গাছ কাটা না হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে । কাটা হলেও সেখানে নতুন গাছ লাগিয়ে যেন সেই শূন্যতা পূরণ করা হয় । জ্বালানী হিসেবে কাঠের বিকল্প খুঁজতে হবে ।

* চোরাই পথে বৃক্ষনিধন প্রতিরোধ করতে হবে । এজন্য সরকার এবং জনগণকে সচেতন হতে হবে ।

* সর্বপরি, বৃক্ষরোপণ অভিযানকে শুধুমাত্র একটি সপ্তাহে সীমাবদ্ধ না রেখে বছরের অন্যান্য সময়েও তা চালিয়ে যেতে হবে ।

Reference:

https://m.facebook.com/permalink.php/stoyr_fbid_89
<https://banglarachana.com>

